নিটল ইন্স্যুরেন্সের কাছে সাড়ে ১২ কোটি টাকা দাবি করছে এনবিআর

নিটল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড পুনঃবীমা, এজেন্ট কমিশন ও স্থান-স্থাপনার ভাড়ার বিপরীতে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বা ভ্যাট পরিশোধ না করে প্রায় ৭ কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকি দিয়েছে বলে অভিযোগ করছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। পাশাপাশি কোম্পানিটি সিএ ফার্ম প্রদর্শিত হিসাবে অনিয়ম করেও রাজস্ব ফাঁকি দিয়েছে বলে অভিযোগ সংস্থাটির। সব মিলিয়ে কোম্পানিটির কাছে সুদসহ সাড়ে ১২ কোটি টাকারও বেশি দাবি করছে এনবিআর।এনবিআরের কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট ঢাকা, উত্তর কর্তৃক এক বিশেষ নিরীক্ষায় ২০১১ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে এ রাজস্ব ফাঁকির প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। অপরিশোধিত অর্থ আদায়সহ নিটল ইন্স্যুরেন্সের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে সম্প্রতি এবিআরের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে ঢাকা উত্তর কমিশনারেট। একই সঙ্গে মূল্য সংযোজন কর আইন অনুযায়ী রাজস্ব ফাঁকি ও সুদসহ মোট ১২ কোটি ৫৬ লাখ টাকার দাবিনামাসহ কারণ দর্শাতে কোম্পানিটির কাছেও চিঠি দেয়া হয়েছে।http://bonikbarta.net

মূল্যসংবেদনশীল তথ্য নেই মেঘনা পেট ইন্ডাস্ট্রিজের

শেয়ারের সাম্প্রতিক দরবৃদ্ধির নেপথ্যে অপ্রকাশিত কোনো মূল্যসংবেদনশীল তথ্য নেই বলে জানিয়েছে মেঘনা পেট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) কর্তৃপক্ষের চিঠির জবাবে এ তথ্য দেয় কোম্পানিটি।বাজার পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, ডিএসইতে ছয় কার্যদিবসের ব্যবধানে মেঘনা পেটের শেয়ারদর বেড়েছে ২৯ দশমিক ৭৬ শতাংশ। ২০১৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর কোম্পানিটির শেয়ারদর ছিল ১৬ টাকা ৮০ পয়সা। ২০১৮ সালের ৭ জানুয়ারি তা ২১ টাকা ৮০ পয়সায় উন্নীত হয়।লোকসানের কারণে ৩০ জুন সমাপ্ত ২০১৭ হিসাব বছরের জন্য কোনো লভ্যাংশ দেয়নি মেঘনা পেট। গেল হিসাব বছরে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি লোকসান হয়েছে ৪০ পয়সা, যেখানে আগের বছর একই সময়ে লোকসান ছিল ৩৯ পয়সা। ৩০ জুন এর শেয়ারপ্রতি নিট দায় (ঋণাত্মক এনএভিপিএস) দাঁড়ায় ৩ টাকা ২০ পয়সায়।চলতি হিসাব বছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ১০ পয়সা লোকসান দেখিয়েছে মেঘনা পেট, যেখানে আগের বছর একই সময়েও লোকসান ছিল ১০ পয়সা। ৩০ সেপ্টেম্বর এর ঋণাত্মক এনএভিপিএস দাঁড়ায় ৩ টাকা ৩০ পয়সায়।২০১৬ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত হিসাব বছরেও কোনো লভ্যাংশ দেয়নি প্রতিষ্ঠানটি।http://bonikbarta.net

ত্রুটি সংশোধন করেছে ৩০১ পোশাক কারখানা

দেশের পোশাক খাতের কর্মক্ষেত্র ও শ্রমিকদের সুরক্ষাসহ সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি মূল্যায়নের কাজে নিয়োজিত উত্তর আমেরিকাভিত্তিক ক্রেতা ও শ্রমিক অধিকার সংস্থার জোট অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স সেফটি। এ জোটের আওতায় রয়েছে ৬৫৯টি পোশাক কারখানা। এর মধ্যে ৩০১টি কারখানা ত্রুটি সংশোধন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সংস্কার সম্পন্ন করেছে।অ্যালায়েন্সের ঢাকা কার্যালয় জানিয়েছে, গত বছরের ডিসেম্বরে ৫৪টি অ্যালায়েন্স অধিভুক্ত কারখানা তাদের সংশোধনী কর্মপরিকল্পনায় (ক্যাপ)

উল্লিখিত সংস্কারকাজ সম্পন্ন করেছে। এর মাধ্যমে এটি সংশোধন সম্পন্নকারী কারখানার সংখ্যা দাঁড়াল ৩০১টি।অ্যালায়েন্সের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর জিম মরিয়াটি বলেছেন, অ্যালায়েন্সের কঠোর নিরাপত্তা মানদণ্ড অর্জনে এসব কারখানা যে কঠোর পরিশ্রম করেছে, সেজন্য প্রত্যেকে প্রশংসার দাবিদার। তাদের অগ্রগতি ২০১৮ সালের জন্য একটি বিশেষ পরিবেশ তৈরি করেছে ও বাংলাদেশ পোশাক শিল্পে নিরাপত্তা সংস্কৃতি তৈরির যে মিশন আমাদের রয়েছে, তাকে আরো শক্তিশালী করেছে।http://bonikbarta.net

কিরগিজস্তানে বিনিয়োগের প্রস্তাব পেয়েছে বাংলাদেশ

মধ্য এশিয়ার দেশ কিরগিজস্তানে বিনিয়োগের প্রস্তাব পেয়েছে বাংলাদেশ। গতকাল এক সভায় ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিকে (এফবিসিসিআই) কিরগিজস্তানে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন দেশটিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের অনারারি কনসাল তেমিরবেক এরকিনোভ।এফবিসিসিআই জানিয়েছে, কিরগিজস্তান সে দেশের তৈরি পোশাকসহ সম্ভাবনাময় অন্যান্য খাতে বাংলাদেশের একক ও যৌথ বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছে। যৌথ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কিরগিজস্তান থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঋণ সুবিধা পাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে বলে সভায় জানানো হয়। এছাড়া এ ধরনের বিনিয়োগে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগেরও সুযোগ রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।গতকাল তেমিরবেক এরকিনোভ ও এফবিসিসিআই নেতাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত সভায় বিনিয়োগ-সংক্রান্ত আলোচনা হয়। এফবিসিসিআই সভাপতি সফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন, সিনিয়র সহসভাপতি শেখ ফজলে ফাহিম ও সহসভাপতি মো. মুনতাকিম আশরাফ আলোচনায় অংশ নেন। এফবিসিসিআইয়ের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব হোসাইন জামিল এ সময় উপস্থিত ছিলেন।http://bonikbarta.net

ঐতিহাসিক উচ্চতায় এশিয়ার শেয়ারবাজার

ওয়াল স্ট্রিটের জন্য চলতি বছরের শুরুটা ছিল এক দশকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সূচনা। এশিয়ার শেয়ারবাজারও এ পথ অনুসরণ করছে। গতকাল এশিয়ার শেয়ারসূচকগুলো এ-যাবত্কালের মধ্যে সর্বোচ্চে পৌঁছে। মূলত চাঙ্গা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সুষম মূল্যস্ফীতির সমন্বয়ে সৃষ্ট শক্তিশালী মিশ্রণ অর্থনীতির ঝুঁকি প্রতিহত করবে— এ প্রত্যাশাতেই শেয়ারবাজার চাঙ্গা হয়ে উঠেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। খবর রয়টার্স।জাপান বাদে এশিয়া-প্যাসিফিকভুক্ত দেশগুলোর সমন্বিত সূচক এমএসসিআইয়ে গতকাল দশমিক ২ শতাংশ ঊর্ধ্বগতি লক্ষ করা যায়। গত সপ্তাহে সূচকটি যা বেড়েছিল ৩ দশমিক ১ শতাংশ, যা ছিল এমএসসিআই সূচকের গত ছয় মাসের মধ্যে শক্তিশালীতম পারফরম্যান্স। মোট ৫৮৮ দশমিক ৫ পয়েন্ট নিয়ে সূচকটি ২০০৭ সালের নভেম্বরের রেকর্ড (৫৯১ দশমিক ৫০) থেকে খুব একটা দূরে নেই।http://bonikbarta.net

সুদানে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংকট বাড়াচ্ছে গম

গম উৎপাদনকারী দেশের তালিকায় সুদানের অবস্থান বিশ্বে ৪৩তম। তবে অভ্যন্তরীণ চাহিদার তুলনায় দেশটিতে বেশ কম গম উৎপাদন হয়। ফলে আমদানির মাধ্যমে খাদ্যপণ্যটির বাড়তি চাহিদা পূরণ করে থাকে দেশটি। আফ্রিকার দরিদ্র এ দেশের সরকারের জন্য এটি বড় একটি অর্থনৈতিক চাপ। মূলত ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ চাহিদার বিপরীতে সুদানে গমের উৎপাদন কমছে। এর জের ধরে দেশটিতে প্রধান খাদ্য রুটির দাম বেড়ে জনমনে ব্যাপক অসন্তোষ তৈরি হয়েছে, ছড়িয়ে পড়ছে সরকারবিরোধী আন্দোলন। খবর রয়টার্স।সবচেয়ে বেশি গম ব্যবহারকারী দেশের তালিকায় সুদানের অবস্থান বিশ্বে ৩৬তম। মার্কিন কৃষি বিভাগের (ইউএসডিএ) তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫ সালে দেশটিতে মোট ২৭ লাখ ৭৫ হাজার টন গম ব্যবহার হয়েছে। পরের বছর খাদ্যপণ্যটির ব্যবহার বেড়ে দাঁড়ায় ২৮ লাখ ৫০ হাজার টনে, যা আগের বছরের তুলনায় ২ দশমিক ৭০ শতাংশ বেশি। ২০১৭ সালে দেশটিতে গমের ব্যবহার আগের বছরের তুলনায় আরো ৩ দশমিক ৫১ শতাংশ বেড়ে ২৯ লাখ ৫০ হাজার টনে দাঁড়িয়েছে।http://bonikbarta.net